নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৮১২/২০০৪

মোঃ সেলিম মল্লিক ওরফে এম. সেলিম মল্লিক

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------ প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক

------ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৪.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ২৩/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল ।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বরিশাল জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো এর সহকারী পরিদর্শক মোঃ রফিকুল ইসলাম ৪-৬-৯৪ইং তারিখে এজাহার দায়ের করেন যে, বরিশাল ডিএবির ৮/৯৪ নং ই, আর অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বরিশাল সি,এস,ডির উপখাদ্য পরিদর্শক মোঃ সেলিম মিয়া ২৫নং গুদামের গুদাম রক্ষকের দায়িত্বে থাকাকালে ১০-৪-৯০ ইং তারিখ হইতে ১১-৫-৯০ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৪.৯৬২ মে:টন চিনি গ্রহণ করিয়া চি-৫নং খামালে মওজুদ রাখ। ৩১-৭-৯০ইং তারিখ হইতে ১০-৬-৯২ইং তারিখের মধ্যে ৩১.৩২৫ মে:টন চিনি বিতরণ/হস্তান্তর করেন। অবশিষ্ট ৩.৩৬৭ মে:টন গুদাম ঘাটতি দেখান। ২ বৎসর ২ মাস ৩ দিন মওজদু কালের জন্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১.০৫% হারে ১.০৫% হারে ৫২৪ কেজি ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ৩.১১৩ মে:টন চিনি মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

আসামী মোঃ সেলিম মিয়া ৭-১২-৯০ ইং তারিখ হইতে ৮-১২-৯০ ইং তারিখের মধ্যে ৯৮.৭২৬ মে:টন গম গ্রহণ করিয়া ২৫ নং গুদামের গ-৯৮নং খামালে মওজুদ রাখেন। ২৫-১-৯২ এবং ২৬-১-৯২ ইং তারিখে ৯৩.৪৬৮ মে:টন গম বিতরণ করেন। অবশিষ্ট ৫.২৫৮ মে:টন গম গুদাম ঘাটতি দেখান। ১ বৎসর ১ মাস ১৯ দিন মওজুদকালে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১% হারে ৯৮৭ কেজি গম গুদাম ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ৪.২৭৯ মেট্রিক টন গম মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। আসামী মোঃ সেলিম মিয়া ২৯-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ১-৩-৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৭৬.৩৩ মেট্রিক টন গম গ্রহন করিয়া ২৫নং গুদামের ধা-১০/৯২ নং খামালে মওজুদ করেন এবং ২৪-৫-৯২ইং তারিখ হইতে ৩০-৫-৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৭২.৭৮৮ মেট্রিক টন ধান বিতরন করিয়া ৩.৫৪৯ মেট্রিক টন ধান গুদাম ঘঅটতি দেখান। ৩ মাস ১ দিন মওজুদ কালে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৭৫% হারে ৭২০ কেজি ধান গুদাম ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ২.৮২৪ মেট্রিক টন ধান মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেনর। উক্তভাবে প্রতি মেট্রিক টন চিনির সরকারী মূল্য ২৫৬১০/= টাকা হিসাবে ৭৯৭২৩/৯৩ টাকা চিনি বাবদ, প্রতি মেট্রিক টন গমের সরকারী মূল্য ৬৩৪০/=টাকা হিসাবে ২৭০৭৮/১৪ টাকা গম বাবদ এবং প্রতি মেট্রিক টন ধানের সরকারী মূল্য ৬,৯২০/=টাকা হারে ১৯৫৪২/০৮ টাকা ধান বাবদ সর্বমেট ১,২৬,৩৪৪/১৫ টাকা আত্মসাৎ করিয়া দন্ড বিধির ৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। উক্ত এজাহার কোতয়ালী থানায় ৪-৬-৯৪ইং তারিখে ৯নং মোকদ্দমা হিসবে রঞ্জু হয় এবং ডি,এ,বি, বরিশালকে তদন্ত ভার অর্পন করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, আলামত জব্দ করেন, তদন্তে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কোতয়ালী থানার ১৬-৩-৯৮ইং তারিখের ৯১ নং অভিযোগ পত্র জি,আর-৪৫৩/৯৪ নং মোকদ্দমায় দাখিল করেন। ৪-৫-৯৮ ইং তারিখের জি,আর-৪৫৩/৯৪ নং মোকদ্দমায় নথি প্রাপ্ত হইয়া বরিশাল সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ৮/৯৮ নং স্পেশাল মামলা হিসাবে রুজু হয় এবং আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়া হয়। ০৭.০৬.৯৮ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি বরিশাল বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে বদলী হইলে অত্র ২৩/৯৮ইং স্পেশাল মোকদ্দমা হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়। ৪-৯-০৩ তারিখে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে পাঠ করিয়া শুনান হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায়। তবে পৃথকভাবে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিয়া দাবী করেন যে, তিনি ধান গম ও চিনি আত্মসাৎ করে নাই বরং বর্ষা মৌসুমে চিনি গলিয়া যায়। চিনির রস সংগ্রহ করার জন্য ড্রাম লিখিতভাবে চাহিয়াও না পাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। গম গ্রহন কালে ১৪.০৫% আদ্রতা ছিল এবং বিতরনকালে ১৩% আদ্রতা ছিল। আদ্রতা জনিত কারণে ১.০৫% ঘাটতি হইলেও .৭৫% ঘাটতি বাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রহণকালে এবং বিতরনকালে আদ্রতা ছিল ১২.০৫%। আদ্রতাজনিত ঘাটতি ১.৯৫% হইলেও .৭৫% বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া গম ও ধানের মানের ক্রমাবনিত হওয়ায় এবং পোকায় আক্রান্ত হওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হয়েছে। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ২৩/১৯৯৮(কোতয়ালী থানার মামলা নং ০৯ তারিখ ০৪.০৬.১৯৯৪, জি,আর নং ৪৫৩/৯৪)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ আনীত অভিযোগে আসামী আপীলকরীকে দোষী সাব্যস্থ করে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাস সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে ২(দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ের আরও ১(এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী-আপীলকারী আপীল দাখিল করলে অত্র আপীলটি বিগত ইংরেজী ১৯.০৪.২০০৪ তারিখে গৃহীত হয়।

আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম ফজলুল হক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমো এবং নথি এবং বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল এর রায় পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম ফজলুল হক এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ২৩/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"বরিশাল জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো এর সহকারী পরিদর্শক মোঃ রফিকুল ইসলাম ৪-৬-৯৪ইং তারিখে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, বরিশাল ডিএবির ৮/৯৪ নং ই, আর অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বরিশাল সি,এস,ডির উপখাদ্য পরিদর্শক মোঃ সেলিম মিয়া ২৫নং গুদামের গুদাম রক্ষকের দায়িত্বে থাকাকালে ১০-৪-৯০ ইং তারিখ হইতে ১১-৫-৯০ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৪.৯৬২ মে:টন চিনি গ্রহণ করিয়া চি-৫নং খামালে মওজুদ রাখে। ৩১-৭-৯০ইং তারিখ হইতে ১০-৬-৯২ইং তারিখের মধ্যে ৩১.৩২৫ মে:টন চিনি বিতরণ/হস্তান্তর করেন। অবশিষ্ট ৩.৩৬৭ মে:টন গুদাম ঘাটতি দেখান। ২ বৎসর ২ মাস ৩ দিন মওজুদ কালের জন্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১.০৫% হারে ৫২৪ কেজি ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ৩.১১৩ মে:টন চিনি মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

আসামী মোঃ সেলিম মিয়া ৭-১২-৯০ ইং তারিখ হইতে ৮-১২-৯০ ইং তারিখের মধ্যে ৯৮.৭২৬ মে:টন গম গ্রহণ করিয়া ২৫ নং গুদামের গ-৯৮নং খামালে মওজুদ রাখেন। ২৫-১-৯২ এবং ২৬-১-৯২ ইং তারিখে ৯৩.৪৬৮ মে:টন গম বিতরণ করেন। অবশিষ্ট ৫.২৫৮ মে:টন গম গুদাম ঘাটতি দেখান। ১ বৎসর ১ মাস ১৯ দিন মওজুদকালে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১% হারে .৯৮৭ কেজি গম গুদাম ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ৪.২৭১ মেট্রিক টন গম মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মোঃ সেলিম মিয়া ২৯-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ১-৩-৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৭৬.৩৩ মেট্রিক টন গম গ্রহন করিয়া ২৫নং গুদামের ধা-১০/৯২ নং খামালে মওজুদ করেন এবং ২৪-৫-৯২ইং তারিখ হইতে ৩০-৫-৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৭২.৭৮৮ মেট্রিক টন ধান বিতরন করিয়া ৩.৫৪৯ মেট্রিক টন ধান গুদাম ঘঅটতি দেখান। ৩ মাস ১ দিন মওজুদ কালে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী .৭৫% হারে ৭২০ কেজি ধান গুদাম ঘাটতি পানে। অবশিষ্ট ২.৮২৪ মেট্রিক টন ধান মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। *উক্তভাবে প্রতি মেট্রিক টন চিনির সরকারী মূল্য ২৫৬১০/= টাকা হিসাবে ৭৯,৭২৩/৯৩ টাকা চিনি বাবদ, প্রতি মেট্রিক টন গমের সরকারী মূল্য ৬৩৪০/=টাকা হিসাবে ২৭০৭৮/১৪ টাকা গম বাবদ এবং প্রতি মেট্রিক টন ধানের সরকারী মূল্য ৬,৯২০/=টাকা হারে ১৯৫৪২/০৮ টাকা ধান বাবদ সর্বমেট ১,২৬,৩৪৪/১৫ টাকা আত্মসাৎ করিয়া দন্ড বিধির ৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।* *উক্ত এজাহার কোতয়ালী থানায় ৪-৬-৯৪ইং তারিখে ৯নং মোকদ্দমা হিসবে রঞ্জু হয় এবং ডি,এ,বি, বরিশালকে তদন্ত ভার অর্পন করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, আলামত জব্দ করেন, তদন্তে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কোতয়ালী থানার ১৬-৩-৯৮ইং তারিখের ৯১ নং অভিযোগ পত্র জি,আর-৪৫৩/৯৪ নং মোকদ্দমায় দাখিল করেন। ৪-৫-৯৮ ইং তারিখের জি,আর-৪৫৩/৯৪ নং মোকদ্দমায় নথি প্রাপ্ত হইয়া বরিশাল সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ৮/৯৮ নং স্পেশাল মামলা হিসাবে রুজু হয় এবং আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়া হয়। ০৭.০৬.৯৮ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি বরিশাল বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে বদলী হইলে অত্র ২৩/৯৮ইং স্পেশাল মোকদ্দমা হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়। ৪-৯-০৩ তারিখে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে পাঠ করিয়া শুনান হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহন শেষে ২৪.১১.০৩ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ৩৪২ ধারা মতে আসামীকে পরীক্ষা করা হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায়। তবে পৃথকভাবে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিয়া দাবী করেন যে, তিনি ধান গম ও চিনি আত্মসাৎ করে নাই বরং বর্ষা মৌসুমে চিনি গলিয়া যায়। চিনির রস সংগ্রহ করার জন্য ড্রাম লিখিতভাবে চাহিয়াও না পাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গম গ্রহন কালে ১৪.০৫% আদ্রতা ছিল এবং বিতরনকালে ১৩% আদ্রতা ছিল। আদ্রতা জনিত কারণে ১.০৫% ঘাটতি হইলেও .৭৫% ঘাটতি বাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রহণকালে এবং বিতরনকালে আদ্রতা ছিল ১২.০৫%। আদ্রতাজনিত ঘাটতি ১.৯৫% হইলেও .৭৫% ঘাটতি বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া গম ও ধানের মানের ক্রমাবনিত হওয়ায় এবং পোকায় আক্রান্ত হওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হয়েছে। ***বিচার্য বিষয়ঃ*** *১।এজাহারে বর্নিত ঘটনা আদৌ ঘটিয়াছে কি এবং ঘটিয়া থাকিলে ইহার সহিত আসামী জড়িত ছিল কি?* *২। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে কি এবং আসামী শাস্তি পাইতে পারে কি?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-*** *আলোচনার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে ১/২ নং বিচার্য বিষয় একত্রে আলোচিত হইল।* *অত্র মোকদ্দমায় রাষ্ট্রপক্ষে পি,ডব্লিউ-১ পরিমল চন্দ্র সরকার, পি,ডব্লিউ-২ মনিন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত, পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ রফিকুল ইসলাম, পি,ডব্লিউ-৪ সুনীল কৃষ্ণ পাল মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। রাষ্ট্রপক্ষে প্রদর্শিত কাগজে। যথাঃ-* *১। জব্দ তালিকার ফটোকপি-প্রদর্শনী-১। ২। এজাহার ট্রপ্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ৩। আলামত হিসাবে খামাল কার্ড বস্তু প্রদর্শনী- I, II, এবং III হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।* *পি,ডব্লিউ-১ পরিমল চন্দ্র সরকার তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১৮.০৪.৯২ ইং তারিখ হইতে ৪.২.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তিনি বরিশাল পি,এস,ডিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত থাকাকালে ২৫নং গুদামের চি-৫ নং খামালে ৩.৬৩৭ মেট্রিকটন চিনি ঘাটতি হয় এবং এবং ধা-১০/৯২ নং খামালে ৩.৫৪৯ মেট্রিকটন ধান ঘাটতি হয়। এবং গ-৯৮নং খামালে ৪.২৭১ মেট্রিকটন গম ঘাটতি হয়। উক্ত ২৫নং গুদামের ইনচার্জ ছিলেন আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক। সে উক্ত ধান, গম, চিনি আত্মসাৎ করিয়াছে। চিনির বস্তা ভিজা ছিল না। চাল, গম পোকায় আক্রমন করে নাই। গুদামের ছাদ ফাটা ছিল না।* *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বর্নিত মালামাল গ্রহন ও মজুদ ও বিতরনের তারিখ আদ্রতা, ঘাটতি, ইত্যাদি বিষয়ে খামাল কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। খামাল কার্ডের বর্ণনা সঠিক। ইহা সত্য নয় যে, বৃষ্টির পানিতে চিনি গলিয়া বা চিনির রস সংগ্রহ ও সংরক্ষন করিবার জন্য আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক লিখিতভাবে আবেদন করিয়াছিল বা রস সংগ্রহ ও সংরক্ষন না করিতে পারায় চিনির ঘাটতি হইয়াছে বা গুদামের ছাদ ফাটা থাকায় বৃষ্টির পানি পরিয়াছে বা*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পোকায় আক্রমন করায় গমের ঘাটতি হইয়াছে বা আদ্রতা কমিয়া যাওয়ায় ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে বা পোকায় আক্রমন করায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। *খাদ্য শস্যে কীটনাশক প্রয়োগ করা একটি নিয়মিত কার্যক্রম। পোকায় আক্রমন না করিলেও কীটনাশক প্রয়োগ করিতে হয় যাহাতে পোকায় খাদ্যশস্য আক্রমন করিতে না পারে। বরিশাল সি,এস,ডি এলাকা দেওয়াল বেষ্টিত এবং সংরক্ষিত এলাকা। ইহাতে দুইটি গেট এবং চেকপোষ্ট আছে। দিনের কাজ শেষে গোডাউন লক করিয়া চাবি ম্যানেজারকে বুঝাইয়া দিতে হয়। তালিকাভুক্ত শ্রমিক ছাড়াও ৪০/৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বরিশাল সি,এস,ডিতে কর্মরত আছে। এই সাক্ষী আসামীকে বর্ণিত মালামাল আত্মসাৎ করিতে দেখেন নাই। সেন্ট্রাল স্টোরেজ ডিপুতে দীর্ঘদিন মালামাল রাখার ব্যবস্থা আছে। তবে লোকাল সাপ্লাই ডিপুতে স্বল্পকালীন মাল রাখা হয়।* *পি,ডব্লিউ-২ মনিন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ৫.২.৯২ ইং তারিখ হইতে খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে বরিশাল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক ২৫নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাকালে প৯৮ খামালে ৫.২৫৮ মেট্রিকটন গম ধা-১০নং খামালে ৩.৫৪৯ মেট্রিকটন ধান এবং চি-৫ নং খামালে ৩.৬৯৭ মেট্রিকটন চিনি আত্মসাৎ করিয়াছে। ধান ও পোকায় আক্রমন করে নাই এবং চিনি নষ্ট হয় নাই। এই সাক্ষীর মোকাবেলায় ডি,এ,বি,র এক কর্মকর্তা উক্ত গুদামের খামালের কার্ড জব্দ করিয়াছে এবং জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর নিয়াছে। এই সাক্ষী জব্দ তালিকার ফটোকপি প্রদর্শনী-১ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ চিহ্নিত করেন।* *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বরিশাল সি,এস,ডি একটি সংরক্ষিত এলাকা। চারিদিকে ১০ ফুট উচু দেওয়াল আছে এবং দুইটি গেট ও চেক পোষ্ট আছে। অনুমোদিত শ্রমিক এবং ঠিকাদারগন মালামাল আদান প্রদান করে। ইহা ছাড়া ৪০/৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছে। গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন কার্যালয়ে গুদামের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া সীল গালা করেন এবং চাবি ব্যাগে ভর্তি করিয়া সীল গালা করতঃ ম্যানেজার অফিসে বুঝাইয়া দেন এবং পর দিন কাজের শুরুতে সীল গালাকৃত ব্যাগটি ম্যানেজারের নিকট হইতে গুদাম রক্ষক বুঝিয়া নেন। গুদামের মালামালের হিসাব সংরক্ষন করা পরিদর্শকের কাজ যাহা অফিসে বসে করা হয়। গম গ্রহনকালে ১৪.০৫% আদ্রতা ছিল এবং বিতরনকালে ১৩% আদ্রতা ছিল। আদ্রতা জনিত ঘাটতি ১.০৫% মওজুদকালে মোট ১১ বার কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, গম পোকায় আক্রান্ত হইলে ২% -৩% ঘাটতি দেওয়া হয় এবং শস্য ধুলার কারনে ১% - ২% ঘাটতি বাদ দেওয়া হয় বা বিভিন্ন কারনে ঘাটতি বেশী হইয়াছে বা আসামী আত্মসাৎ করে নাই।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খামাল কার্ড আসামী নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহার চাহিদা মতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধান গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১৪% এবং বিতরনকালে ১২.৫% আদ্রতা ছিল। ফলে আদ্রতা জনিত ঘাটতি ১.০৫% । ইহা সত্য নয় যে, ধান পোকায় আক্রান্ত ছিল। ২৯.০২.৯২ হইতে ৪.৩.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ধান মওজুদ ছিল। গুদামে ধান রাখার পর পরই কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। ইহা সত্য নয় যে, আদ্রতা ও পোকায় আক্রমন জনিত কারনে ২%-৩% ঘাটতি হইয়াছে। ১০.১.৯০ ইং হইতে ১৭.৮.৯০ইং তারিখ পর্যন্ত চিনি মওজুদ ছিল। চিনির মান ছিল ডেকরা-৩ যাহার অর্থ পরবর্তী ৩ মাসে চিনি কোন কারনে নষ্ট হইবেনা। ৯.১.৯০ ইং তারিখের পরে চিনির মান ছিল ডেকরা-২ এবং ১৬.১০.৯০ ইং তারিখের পরে ইহার মান ছিল ডেকরা-১ এবং ১.১.৯২ ইং তারিখে চিনির মান একদম পর্যায়ে নামিয়া যায়। একদম অর্থ নষ্ট নয়। চিনির রস সংগ্রহের জন্য ড্রাম গুদামেই থাকে। ইহা সত্য নয় যে, চিনি সংরক্ষন না করায় ঘাটতি হইয়াছে বা চিনি আসামী আত্মসাৎ করে নাই। *পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ রফিকুল ইসলাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনিই ই, আর ৮/৯৪ অনুসন্ধানকালে ৬.২.৯৪ ইং তারিখে বরিশাল সি,এস,ডি হইতে সাক্ষীদের মোকাবেলা ২৫নং গুদামের ধান-১০/৯২, চি-৫ এবং গ-৯৮ নং যে খামালের খামাল কার্ড ও ঘাটতির বিবরনী জব্দ করেন এবং তালিকা প্রস্তুত করেন। জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অনুসন্ধানে প্রমানিত হয় যে, আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক বরিশাল সি,এস,ডি,র ২৫নং গুদামের দায়িত্বে থাকাকালে চি-৫নং খামালে ৩৪.৯৬২ মেট্রিকটন চিনি ১০.০৪.৯০ ইং তারিখ গ্রহন করিয়া ১০.৬.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৩১.৩২৫ মেট্রিক টন চিনি বিতরন করেন। অবশিষ্ট ৩.১১৩ মেট্রিকটন চিনি মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন।* *গ-৯৮ নং খামালে ৭.১২.৯১ ইং তারিখ হইতে ৮.১২.৯০ ইং তারিখে ৯৮.৭২৬ মেট্রিকটন গম গ্রহন করেন এবং ২৬.১.৯২ তারিখে মধ্যে ৯৩.৪৬৮ টন গম বিতরন করেন। মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি দেখাইয়া ৪.২৭১ মেট্রিকটন গম আত্মসাৎ করেন। ধা-১০নং খামালে ২৯.২.৯২ইং তারিখে এবং ১.৩.৯২ ইং তারিখে ৭৬.৩৩৭ মেট্রিকটন ধান গ্রহন করিয়া ৩০.৫.৯২ইং তারিখের মধ্যে ৭২.৭৮৮ মেট্রিকটন ধান বিতরন করেন। মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি দেখাইয়া ২.৮২৪ মেট্রিকটন ধান আত্মসাৎ করেন।* *উক্তভাবে মোঃ সেলিম মল্লিক চিনি বাবদ ৭৯৭২৩/৯৩ টাকা, গম বাবদ ২৭০৭৮/১৪ টাকা এবং ধান বাবদ ১৯৫৪২/০৮ টাকা সর্বমোট ১২৬৩৪৪/১৫ টাকা আত্মসাৎ করায় ৪.৬.৯৪ ইং তারিখে বরিশাল কোতয়ালী থানায় ৯নং এজাহার লিখিতভাবে এই সাক্ষী দায়ের করেন। উক্ত এজাহার*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদর্শনী-২ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং আলামত জব্দ করেন। আসামী সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারার অপরাধ সহ ১৯৪৭ সনে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় বরিশাল কোতয়ালী থানার ১৬.৩.৯৮ ইং তারিখের ৯১ নং চার্জশীট দাখিল করেন। *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, খাদ্য বিভাগ হইতে তাহার কাছে কোন অভিযোগ দেওয়া হয় নাই বরং ই, আর ৮/৯৪ হইতে অত্র মামলা সহ আরো ২টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। অত্র মামলার জন্য আলামতের পৃথক কোন জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। ঘটনাস্থল বরিশাল সি,এস,ডি এলাকায় এবং একই সময় অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। চিনির মওজুদকালে ২ বৎসরের অধিক হওয়ায় ১.৫% ঘাটতি প্রাপ্য ছিল। চিনি গ্রহনকালে চিনির মান ছিল ডেকরা-৩ এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে মান কমিয়া একদম হইয়াছে। উক্ত চিনি দ্রুত বিলি করিবার জন্য কিংবা ভালভাবে সংরক্ষন করিবার জন্য ম্যানেজার বরাবর আসামী চিঠি দিয়াছে কিনা তাহা এই সাক্ষী জানে না। ইহা সত্য নয় যে, দীর্ঘদিন মওজুদ থাকায় এবং বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া চিনি গলিয়া গেলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমান চিনি ঘাটতি হইয়াছে।* *গম গ্রহনকালে ১৪.০৫% আদ্রতা ছিল এবং বিতরনকালে ১৩% আদ্রতা ছিল। ১ বৎসরের অধিককাল গম মওজুদ ছিল। গম গ্রহনকালে মান ছিল সি,এস,ডি-৩ যাহাতে পোকায় আক্রমন না হয় সেই জন্য ১২ বার ঔষধ বা কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে। হাই সত্য নয় যে, আদ্রতা, শস্য ধুলা এবং পোকায় আক্রমন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারনে মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য ঘাটতি হইয়াছে বা আসামী সেলিম মল্লিক ইহা আত্মসাৎ করে নাই।* *ধান গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১৪% এবং বিতরনকালে ধানের আদ্রতা ছিল ১২.৫% । ধান মওজুদকালে পোকায় আক্রান্ত ছিল কিনা তাহা এই সাক্ষী জানে না। ইহা সত্য নয় যে, আদ্রতা পেকায় আক্রমন ইত্যাদির কারনে ধানের মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে বা আসামীরা ইহা আত্মসাৎ করে নাই।* *বরিশাল সি,এস,ডি এর চারদিকে উচু দেওয়াল ঘেরা সংরক্ষিত এলাকা, ইহাতে সার্বক্ষনিক পাহাড়া আছে। এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছে। অনুমোদিত ও নির্ধারিত লোক ছাড়া সি,এস,ডি এলাকায় প্রবশে কিংবা কাজ করা নিষিদ্ধ। ইহা সত্য নয় যে, আসামী নির্দোষ।* *পি,ডব্লিউ-৪ সুনীল কৃষ্ণ পাল তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২২.১.৯০ ইং হইতে ৩০.৯.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তিনি বরিশাল সি,এস,ডিতে কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন এবং ২৫নং গুদামের চি-৫, ধা-১০/৯২, গ-৯৮*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং খামালে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন। ধান ও গম পোকায় আক্রমন করিয়াছিল। চিনি গ্রহনকালে শুষ্ক ছিল পরবর্তীতে বর্ষাকালে অতিরিক্ত আদ্র ছিল। *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৩১.১.৯২ ইং তারিখে এই সাক্ষী চিনি সম্পর্কে কার্ডে প্রতিবেদন দিয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ে খামাল পরিদর্শন করিয়া খামাল কার্ড মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। ৯.৮.৯০ইং তারিখে চিনি গলিয়া রস পড়িয়াছিল মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। গ-৯৮ নং খামাল কার্ডে এই সাক্ষীর পরিদর্শন প্রতিবেদন আছে। এবং ধা-১০/৯২ নং খামাল কার্ডে এই সাক্ষী পরিদর্শন প্রতিবেদন লিখিয়াছে। ধান গ্রহনকালে ১৪% এবং বিতরনকালে ১২.৫% আদ্রতা ছিল। খামাল কার্ডে এই সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে। তিনি আসামী সেলিম মল্লিককে ধান, গম, চিনি ইত্যাদি আত্মসাৎ করিতে দেখেন নাই।* *উল্লেখিত সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা হইতে প্রমানিত এবং স্বীকৃত হইতেছে যে, আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক বরিশাল সি,এস,ডিতে ১৯৯০-৯২ সন পর্যন্ত ২৫নং গুদামের ইনচার্জ ছিলেন। তাহার দায়িত্ব পালনকালে ২৫ নং গুদামের চা-৫নং খামালে বিধি বহির্ভুতভাবে ৩.১১৩ মেট্রিকটন চিনি ঘাটতি দেখাইয়াছে যাহার তৎকালীন সরকারী মুল্য ছিল ৭৯,৭২৩.৯৩ পয়সা। গ-৯৮নং খামালে ৪.২৭১ মেট্রিকটন গম বিধি বহির্ভূতভাবে ঘাটতি দেখাইয়াছে, যাহার তৎকালীন সরকারী মুল্য ছিল ২৭০০৮/৯৪ পয়সা। ধা-১০/৯২ নং খামালে বিধি বহির্ভূতভাবে ২.৮২৪ মেট্রিকটন ধান ঘাটতি দেখাইয়াছে, যাহার তৎকালীন সরকারী মুল্য ছিল ১৯৫৪২/০৮ টাকা।* *এখন বিবেচনার বিষয় হইতেছে যে, উক্তরূপ ঘাটতির কারন কি? আসামী পক্ষ দাবী করিয়াছে যে, আদ্রতাজনিত ঘাটতি পোকায় আক্রমন শস্য ধুলা ইত্যাদি কারনে ধান ও গম মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। বৃষ্টির পানি পড়িয়া চিনি গলিয়া নষ্ট হইয়াছে। চিনির রস সংরক্ষন করিবার জন্য ড্রাম চাহিয়া পাওয়া যায় নাই। ফলে চিনির মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, চিনির রস সংরক্ষনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান ড্রাম খাদ্য গুদামে রক্ষিত থাকে। সরকারী বিধি মোতাবেক মওজুদ মালে উপর খাদ্য ঘাটতি বাদ দেওয়া হয়। যাহাতে পোকায় আক্রমন না হয় তৎকারনে কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।* *সংরক্ষিত খাদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী খামাল কার্ডে গুদাম রক্ষক নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কারিগরি পরিদর্শক তাহার পরিদর্শনকালীন মন্তব্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে খামাল কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। অত্র মোকদ্দমার বিষয়বস্তু তথা বরিশাল সি,এস,ডি,র ২৫নং গুদামের গ-৯৮ নং খামাল কার্ড, ধা-১০/৯২ নং খামাল কার্ড এবং চি-৫ নং খামাল কার্ড যথাক্রমে বস্তু প্রদর্শনী-I, II এবং III হিসাবে চিহ্নিত*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে। *বস্তু প্রদর্শনী-I গ/৯৮ (১৫৪৯৪ খামাল কার্ড) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭.১২.৯০ ইং তারিখে মোট ৪৫০ বস্তায় ৪৩.৪১১ মেট্রিকটন গম এবং ৮.১২.৯০ ইং তারিখে ৫৭০ বস্তায় ৫৫.৩১৫ মেট্রিকটন গম সর্বমোট ১০২০ বস্তায় ৯৮.৭২৬ মেট্রিকটন গম গ্রহন করা হইয়াছে। ৮.১২.৯০ ইং তারিখে গৃহীত গমের মান ছিল সি,এস,ডি-২ এবং আদ্রতা ছিল ১৪.৫%। ৩০.৬.৯১ ইং তারিখে আসামী সেলিম মল্লিকের উপস্থিতিতে গুদাম যাচাই করিয়া ১০২০ বস্তায় ৯৮.৭২৬ মেট্রিকটন গম মওজুদ পাওয়া গিয়াছে মর্মে যাচাইকারী কর্মকর্তা খামাল কার্ডে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছে। ২৫.১.৯২ ইং তারিখে ৩৯৩ বস্তায় ৩৭.০৩৪ মেট্রিকটন গম বিতরন করা হয় এবং ৬২৭ বস্তায় ৬১.৬৯ মেট্রিকটন গম মওজুদ থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ২৬.১.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত (৩৭.০৩৪+৬১.৬৯২=৯৮.৭২৬ মেট্রিকটন) কোন গম ঘাটতি হয় নাই। ২৬.১.৯২ ইং তারিখে ৬৯ বস্তায় ৬.৫৮০ মেট্রিকটন গম বিতরন করা হইয়াছে এবং ৫৫৮ বস্তায় ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম মওজুদ ছিল। অতঃপর ২৬.১.৯২ ইং তারিখে ৫৫৮ বস্তায় ৪৯.৮৫৪ মেট্রিকটন গম বিতরন করা হইয়াছে। ফলে ৫.২৫৮ মেট্রিকটন গম ঘাটতি হইয়াছে।* *আসামী সেলিম মল্লিক বস্তু প্রদর্শনী-I খামাল কার্ড নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষন করিয়াছেন এবং তাহা লিখিত মতেই প্রমানিত হইতেছে যে, ২৬.১.৯২ ইং তারিখে ১০৩৩২১ এবং ১০৩৩২২নং ইনভয়েজ মুলে ৬৯ বস্তায় ৬.৫৮০ মেট্রিকটন গম বিতরনের পরে ৫৫৮ বস্তায় ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম মওজুদ ছিল। ফলে ২৬.১.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত মওজুদকৃত খাদ্য শস্য আদ্রতাজনিত কিংবা অন্য কোন কারনে আদৌ ঘাটতি হয় নাই।* *২৬.১.৯২ইং তারিখে ৫৫৮ বস্তায় ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম মওজুদ থাকাবস্তায় ২৬.১.৯২ ইং তারিখে ১৪টি ইনভয়েজের মাধ্যমে ১৫৮ বস্তায় ৪৯.৮৫৪ মেট্রিকটন গম আসামী সেলিম মল্লিক বিতরন করিয়াছেন। ফলে ২৬.১.৯২ ইং তারিখে কয়েক ঘন্টা মওজুদকাল মওজুদকৃত ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম আদ্রতা জনিত কিংবা পোকায় আক্রমন বা অন্য কোন কারনে ঘাটতি হইবার কোন কারন থাকিতে পারে না বিধায় ৫৫.১১২-৪৯.৮৫৪=৫.২৫৮ মেট্রিকটন গম ঘাটতির ক্ষেত্রে আসামী সেলিম মল্লিক সন্দেহাতীতভাবে দায়ী। বস্তু প্রদর্শনী-I গ/৯৮ নং খামাল কার্ডে আসামী সেলিম মল্লিক লিখিত তথ্যের মাধ্যমে স্বীকার করিয়াছেন যে, ২৬.১.৯২ইং তারিখ পর্যন্ত তিনি ৩৭.৬২৭+৬.৫৮০=৪৩.৬১৪ মেট্রিকটন গম বিতরন করিয়াছেন এবং ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম মওজুদ রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ৭.১০.৯০ ইং তারিখ হইতে ২৬.১.৯২ইং তারিখ পর্যন্ত মওজুদকৃত ৯৮.৭২৬ মেট্রিকটন গম আদ্রতা জনিত কারনে কিংবা অন্য কোন*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কারনে আদৌ কোন ঘাটতি হয় নাই। কেননা কোনরূপ ঘাটতি হইলে ২৬.৮.৯২ ইং তারিখে ৪৩.৬১৪ মেট্রিকটন গম বিতরন করিবার পরে ৫৫.১১২ মেট্রিকটন গম মওজুদ থাকিতনা। সুতরাং ২৬.১.৯২ ইং তারিখে মওজুদ থাকা ৫৫.১১২ মেট্রিক টন গম হইতে ২৬.১.৯২ ইং তারিখে ৪৯.৮৪৫ মেট্রিকটন গম বিতরন করিবার পরে আরো ৫.২৫৮ মেট্রিকটন গম মওজুদ না থাকায় এবং তৎসম্পর্কে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক কোন গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারায় উক্ত ৫.২৫৮ মেট্রিকটন তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে আইনতঃ গন্য হইবে। প্রতি মেট্রিকটন গমের তৎকালীন সরকারী মূল্য প্রতি মে. টন ৬৩৪০ টাকা হারে ৫.২৫৮ মে. টন গমের মুল্য ৩৩,৩৩৫/৭২ টাকা আসামী সেলিম মল্লিক আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইতেছে। *বস্তু প্রদর্শনী-II (ধা-১০/৯২ খামালের ১৫৬১৪১ নং খামাল কার্ড) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মোঃসেলিম মল্লিক ২৯.২.৯০ ইং তারিখে ৬০০ বস্তায় ৩৮.৫১১ মেট্রিকটন ধান এবং ১.৩.৯০ ইং তারিখে ৫৫৮ বস্তায় ৩৭.৮২৬ মেট্রিকটন ধান গ্রহন করেন। ১.৩.৯০ ইং তারিখে ১১৫৮ বস্তায় মোট ৭৬.৩৩৭ মেট্রিকটন ধান মওজু ছিল। ২৪.৫.৯২ তারিখে ৯০ বস্তায় ৫.৬১৮ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ১০৬৮ বস্তায় ৭০.৭১৯ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকে। ২৫.৫.৯২ ইং তারিখে ৩৩০ বস্তায় ২১.০২১ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ৭৩৮ বস্তায় ৪৯.৬৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকে। ২৮.৫.৯২ ইং তারিখে ৩২৬ বস্তায় ২০.৫০০ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ৪১২ বস্তায় ২৮.১৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ২৪.০৫.৯২, ২৫.৫.৯২ এবং ২৮.০৫.৯২ ইং তারিখে ৫.৬১৮+২১.০২১+২০.৫০০=৪৭.১৩৯ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ২৯.১৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকায় ২৯.২.৯০ ইং তারিখ হইতে ২৮.৫.৯২ইং তারিখ পর্যন্ত মওজুদকৃত ৭৬.৩৩৭ মেট্রিকটন ধানের কোন ঘাটতি (৪৭.১৩৯+২৯.১৯৮-৭৬.৩৩৭=০) হয় নাই। অর্থাৎ আদ্রতাজনিত কারনে কিংবা পোকার আক্রমনে ঘাটতি হইলে ৭৬.৩৩৭ মেট্রিকটন ধান হইতে ৪৭.১৩৯ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ২৯.১৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকিত না। ২৮.৫.৯২ ইং তারিখের ২ দিন পরবর্তীতে অর্থাৎ ৩০.৫.৯২ ইং তারিখে ৪১২ বস্তায় ২৫.৬৪৯ মেট্রিকটন ধান বিতরন করা হইয়াছে। ফলে ২৯.১৯৮-২৫.৬৪৯=৩.৫৪৯ মেট্রিকটন ধান ঘাটতি হইয়াছে। অর্থাৎ ২৯.৫.৯২ ইং তারিখ হইতে ৩০.৫.৯২ইং তারিখে মওজুদকৃত ধান বিতনের পুর্ব পর্যন্ত ৩৬-৪৮ ঘন্টার মধ্যে আদ্রতা জনিত কারনে কিংবা পোকায় আক্রান্ত হওয়ার কারনে অথবা অন্য কোন কারনে ৩.৫৮৯ মেট্রিকটন ধান ঘাটতি হইয়াছে।* *আসামীপক্ষ দাবী করিয়াছে যে, ৪.৩.৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ধানের আদ্রতা ছিল ১৪% এবং ২৮.৫.৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ধানের আদ্রতা ছিল*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১২.৫% । তৎকারনে ১.৫ ওজন ঘাটতি হইয়াছে। আসামী পক্ষের উক্ত দাবী গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা আদ্রতাজনিত কারনে ১.৫% ঘাটতি হইলে ২৮.৫.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৪৭.১৩৯ মেট্রিকটন ধান বিতরন শেষে ২৯.১৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকিত না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০.৬.৬৭ ইং তারিখের sec-VI/IW-59/66/360-FD নং স্বারকের ২(১)(II) দফায় বর্নিত নিয়ম অনুযায়ী ৬ মাস পর্যন্ত ধান মওজুদ থাকার কারনে .৭৫% ঘাটতি গ্রহনযোগ্য বিধায় ২৮.০৫.৯২ইং তারিখ হইতে ৩০.৫.৯২ইং তারিখ পর্যন্ত প্রায় ২দিন পর্যন্ত ২৯.১৯৮ মেট্রিকটন ধান মওজুদ থাকায় .৭৫% হারে ২১৯ কেজি ঘাটতি বাদ যাইবে। কিন্তু ৩.৫৪৯ মেট্রিকটন বা ৩৫৪৯ কেজি ধান ঘাটতি হওয়ায় ৩৩৩০ কেজি বা ৩.৩৩০ মেট্রিকটন ধান বিধি বহির্ভুতভাবে ঘাটতি হইয়াছে যাহা আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা হইয়াছে বলিয়া আইনতঃ গন্য হইবে। সুতরাং বস্তু প্রদর্শনী-II (ধা-১০/৯২ খামালের ১৫৬১৪১ নং খামাল কার্ড) হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইতেছে। প্রতি মেট্রিকটন ধানের সরকারী মুল্য ৬,৯২০/- টাকা হারে আত্মসাৎকৃত ৩.৩৩০ মেট্রিকটন ধানের মুল্য ২৩০৪৩/৬০ টাকা। *বস্তু প্রদর্শনী-III (চি-৫ খামালের ১৫৩৭০ নং খামাল কার্ড) পর্যালোচনায় দেখা যায যে, ১০.৪.৯০ ইং তারিখে ১৭৫ বস্তায় ১৭.৪৮১ মেট্রিকটন চিনি গ্রহন করা হইয়াছে ২০.৪.৯০ইং তারিখে ৮৫ বস্তায় ৮.৪৯৯ মেট্রিকটন এবং ১১.৫.৯০ইং তারিখে ৯০ বস্তায় ৮.৯৯০ মেট্রিকটন চিনি গ্রহন করা হইয়াছে। ১১.৫.৯০ইং তারিখে ৩৫০ বস্তায় ৩৪.৯৬২ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল যাহা ৩০.৬.৯০ ইং তারিখে বার্ষিক যাচাইকালে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। ৩১.৭.৯০ইং তারিখে ৫০কেজি চিনির রস সংগ্রহ করিয়া অন্য খামালে নেওয়ায় ৩৩৫ বস্তায় ৩৪.১১২ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল মর্মে বস্তু প্রদর্শনী-III খামাল কার্ডে উল্লেখ আছে। উক্তভাবে ৩১.৩.৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ১৩৩৪ কেজি চিনি রস সংগ্রহ করিয়া অন্য খামালে নেওয়া হইয়াছে। ৩১.০৩.৯১ ইং তারিখে ৩৫০ বস্তায় ৩৩.৬২৮ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, (৩৩.৬২৮+১.৩৩৪=৩৪.৯৬২) ৩১.৩.৯১ইং তারিখ পর্যন্ত ১.৩৩৪ মেট্রিকটন চিনি গলিয়া ঘাটতি হইলেও রস হিসাবে ইহা সংরক্ষন করা হইয়াছে। বস্তু প্রদর্শনী-III হইতে আরো দেখা যায় যে, ১১.৪.৯১ ইং তারিখ হইতে ২৯.৬.৯১ইং তারিখ পর্যন্ত আরো ৩০১ কেজি চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে। তৎকারনে ৩০.৬.৯১ইং তারিখে ৩৫০ বস্তায় (৩৩.৬২৮-.৩০১)=৩৩.৩২৭ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল যাহা বার্ষিক যাচাইকালে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর ৬.৭.৯১ ইং তারিখ হইতে ১৭.৮.৯১ইং তারিখ পর্যন্ত ৬৭৫ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে বিধায় ৩৫০ বস্তায় ৩৩.৩২৭-.৬৭৫=৩২.৬৫২*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মেট্রিকটন চিনি ১৭.৮.৯১ ইং তারিখে মওজুদ ছিল। *বস্তু প্রদর্শনী-III-এ (খামাল কার্ড নং ১৫৬০৮৮) হইতে প্রমানিত হয় যে, ১০.৯.৯১ইং তারিখে ৩৫০ বস্তায় ৩২.৬২৫ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল অতঃপর ২.৯.৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০০+১০০+৯০+১০০+১০০+ ৯০+১০০+৯১+২৬=৭৯৭ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ৫৪ বস্তায় মোট ১.০৭৭+৩.০০ +১.৩০০+ ১.০৬৪ +১.৩০০+.২০০=৫.২৪১ মেট্রিকটন চিনি বিতরন করা হই.য়াছে। উক্তভাবে সংগৃহীত চিনির রসও বিতরনকৃত চিনির পরিমান ৬.০৩৮ মেট্রিকটন বাদে ২.৯.৯১ইং তারিখে ২৯৬ বস্তায় ২৬.৬১৪ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। ১১.৩.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০৫ বস্তায় ৯.৫৭৫ মেট্রিকটন চিনি বিতরন শেষে ১১.৩.৯২ইং তারিখে ১৯১ বস্তায় ১৭.০৩৯ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। ৪.৫.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮২ বস্তায় ৭.০৮৫ মেট্রিকটন চিনি বিতরন শেষে ৪.৫.৯২ ইং তারিখে ১০৯ বস্তায় ৯.৯৫৪ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। অতঃপর ৬.৬.৯২ইং তারিখে ১৯২ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ করার পরে ১০৯ বস্তায় ৯.৮০২ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। *উল্লেখিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, ৬.৬.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৯৪৯ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ২৪১ বস্তায় ২১.৯০১ মেট্রিকটন চিনি বিতরন করা হইয়াছে। উক্তভাবে ২২.৮৫০ মেট্রিকটন চিনি ও চিনির রস বিতরন ও সংগ্রহ শেষে ৯.৮০২ মেট্রিকটন মওজুদ ছিল। অর্থাৎ ৬.৬.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০৯ বস্তায় ৯.৮০২ মেট্রিকটন চিনি (রস ব্যতীত) মওজুদ ছিল। ১০.৬.৯২ইং তারিখে ২৫ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট ৯.৭৭৭ মেট্রিকটন চিনি ১০৯ বস্তায় মওজুদ থাকে। কিন্তু ১০.৬.৯২ইং তারিখে গুদামের দায়িত্বভার হস্তান্তরকালে ৬.১৪০ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ থাকে কিন্তু ১০.৬.৯২ ইং তারিখে গুদামের দায়িত্বভার হস্তান্তরকালে ৬.১৪০ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ পাওয়া যায়। ফলে ৩.৬৩৭ মেট্রিকটন চিনি ঘাটতি হইয়াছে। যেহেতু ১০.৬.৯২ইং তারিখে ২৫ কে,জি চিনির রস সংগ্রহ শেষে ৯.৭৭৭ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল মর্মে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক খামাল কার্ডে উল্লেখ করিয়াছে। সেইহেতু আদ্রতা কিংবা অন্য কোন কারনে মওজুদকৃত চিনি ঘাটতি হয় নাই বলিয়া প্রমানিত হইতেছে। উক্ত অবস্থায় চার্জ হস্তান্তকালে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক পরবর্তী গুদাম কর্মকর্তার নিকটে ৬.১৪০ মেট্রিকটন চিনি হস্তান্তর করিয়া অবশিষ্ট ৩.৬৩৭ মেট্রিকটন চিনি আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইতেছে। উক্তরুপ আত্মসাৎকৃত ৩.৬৩৭ মেট্রিকটন চিনির সরকারী মুল্য প্রতি মেট্রিকটন ২৫৬১০/- টাকা হারে ৯৩,১৪৩/৫৭ টাকা। *প্রোক্ত আলোচনা হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইতেছে যে, আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক বরিশাল সি,এস,ডিতে ২৫নং খাদ্য গুদামের ইনচার্জ*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

থাকাকালে চি-৫নং খামালের ৩.৬৩৭ মেট্রিকটন চিনি বাবদ ৯৩১৪৩/৫৭ টাকা, গ-৯৮নং খামালে ৫.২৫৮ মেট্রিকটন গম আত্মসাৎ বাবদ ৩৩,৩৩৫/৭২ টাকা এবং ধা-১০/৯২ খামালের ৩.৩৩০ মেট্রিকটন ধান আত্মসাৎ বাবদ ২৩০৪৩/৬০ টাকা সর্বমোট ৯৩,১৪৩/৫৭+৩৩৩৩৫/৭২+২৩০৪৩/৬০=১,৪৯,৫২২.৮৯ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। তদহেতু আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারার অপরাধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইল। উক্ত অপরাধে তাহাকে ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,৫০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা সমীচীন বলিয়া মনে করি। আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক সরকারী কর্মচারী থাকিয়া উক্তরুপ অপরাধ করায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইতেছে বিধায় তাহাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১(এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

আসামী (১) মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার অপরাধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১(এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। উভয় কারাদন্ড একত্রে চলিবে।

আমার কথিতমতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

স্বাঃ মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার
বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল
তাং ২৮.০২.০৪ইং

স্বাঃ মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার
বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল
তাং ২৮.০২.০৪ইং।''

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগনের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে তারা সকলে পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ন্যায়ানুগ হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আপীলটি নামঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ২৩/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০০৪ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। আপীলকারী মোঃ সেলিম মল্লিক ওরফে এম সেলিম মল্লিক-কে অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২২.০৮.২০০৪ তারিখের জামিন আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল। অত্র রায় ও আদেশ সহ নথী প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আপীলকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামী-আপীলকারীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ